সমৃদ্ধি বার্তা

COAST Foundation

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধূরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৮১ তম সংখ্যা মে'২০২৩

সমৃদ্ধি বাড়ীর মাধ্যমে সফল্যের স্বপ্ন দেখছে শাহানা বেগম

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের নয়া পাড়া গ্রামে এ রকম ১টি বাড়ির মালিকের নাম শাহানা বেগম। তার স্বামী হাবিব উল্লাহ, তাদের ১ ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে মোট পরিবারের সদস্য ৫ জন- কিন্তু তাদের বাড়ীর একমাত্র আয়ের উৎস ছিলো স্বামী হাবিব উল্লাহ, তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে পড়া লেখা চলমান রয়েছে এবং ছোট মেয়ের বয়স মাত্র ২ বছর

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম-২৬/০৪/২০২৩ ইং তারিখ

চলমান। হাবিব উল্লাহ এর আয়ের উৎস তিনি সাগরে মাছ মারতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠ করে টাকা আয় করে। তারপরও একজনের আয়ের উপর সবার পড়া লেখার খরচ, চিকিৎসার খরচ, খাওয়া দাওয়াসহ সকল প্রকার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে হয়। একদিন তাদের পাশের বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে- তাদের পরিবারের সমস্যা জানালে, তাদের বাড়িটি ২০১৭ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন কতৃর্ক সমৃদ্ধি বাড়ির তালিকাভুক্ত করা হয় শাহানা বেগম এর নামে। সে সময়ে তার বাড়িতে কিছু হাঁস মুরগী লালন পালন করতো। গরু, ছাগল, কবুতর, শাকসবজি, ফলজ গাছ, পুকুরে মাছ চাষ, ঔষধী গাছ তেমন কিছুই ছিল না। সমৃদ্ধি বাড়ি তালিকাভুক্ত করার পর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে কবুতর, স্ববজি চাষ, সমৃদ্ধি বাড়ীতে ফলজ গাছের চারা রোপন করে সঠিক পর্যাবেক্ষণ করতে থাকেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ৫ জোড়া কবুতর, বাড়ির আঙ্গিনায় স্ববজি চাষ এবং বাড়িতে ফলজ চারায় ভরপুর। মৌসুম ভিত্তিক ফলজ গাছ থেকে অনেক ফলমূল পাচ্ছেন। তিনি প্রতি মাসে মৌসুমী ফল, শাক স্ববজি বিক্রি করে প্রতি মাসে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেন শাহানা বেগম। হাবিব উল্লাহ এর স্ত্রী শাহানা বেগম মৌসুম ভিত্তিক ফল, কবুতর, হাস মুরগী, থেকে বাড়তি আয়ে তার পরিবারের অনেক খরচ স্ত্রী শাহানা বেগম নিজে বহন করতে পারছে। তাদের পরিবার জানান অতিরিক্ত আয় তাদের পরিবারের সদস্যদের লেখা পড়ার খরচ বহন করতে সহায়ক হিসাবে ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া তার পরিবারের ভিটামিন ও সুষম খাদ্যের ভাল যোগান ও হচ্ছে। সব মিলিয়ে খুব ভালই দিন যাচ্ছে হাবিব উল্লাহ এর পরিবারের। সর্বশেষ তাদের পরিবার ও হাবিব উল্লাহ নিজে কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ শিশু মো: আনিছ (৪)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের সিকদার পাড়া গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন, তার পিতার মোহাম্মদ শাহা আলম-মাতার নাম ইয়াছমিন আকতার। তাহার ১মাত্র বড় ভাইসহ পরিবারের মোট ৬জন সদস্য। তাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস পিতা মোহাম্মদ শাহা আলম। সে দিন মুজিরী হিসাবে কাজ করে তার পরিবারের সংসারের খরচ বহন করে। তাহার ২টি ছেলে রয়েছে, বড় ছেলে এখন স্কুলে যাওয়ার শুরু করেছে। তাহার পিতা/মাতা একই পরিবারে রয়েছে তার সাথে। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরচ শিক্ষা, চিকিৎসা খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়।

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম-১২/০৪/২০২৩ ইং তারিখ

প্রতি মাসের ন্যায় আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় শাহা আলমের ছোট ছেলে মোহাম্মদ আনিছ অসুস্থ পড়েন। তাদের পরিবার থেকে অসুস্থতার খবর জানতে চাইলে জানান, তাহাকে কোন ডাক্তার দেখানো হয় নাই। এবং স্থানীয় ঔষুধের দোকান থেকে ঔষুধ নিয়ে সেবনে কোন সুফল না পেয়ে। আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক আসমাউল হোসনা খানা পরিদর্শনে গেলে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে- মাতা ইয়াছমিন আকতার। আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শকে ছেলে মো: আনিছ এর শারিরীক অসুস্থ বিষয়টি জানান। মো: আনিছ পেঠের সমস্যা নিয়ে ৮ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। মাতা ইয়াছমিন আকতার থেকে জানতে চাইলে জানান, ভালো কোন ডাক্তার দেখানো হয়নি। তাহার মাতা স্বামীর মাধ্যমে নিজে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে তাহার সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচি ২নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শকা- আসমাউল হোসনা তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশনে এমবিএস ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী মাতা ইয়াছমিন আকতার গত ১২ই এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখ ছেলে মো: আনিছকে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ আনছারি-(এমবিবিএস) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৭/০৪/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ মো: আনিছ এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশকা আসমাউল হোসনার প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ কহিনুর আকতার (২৮)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের আকবরবলী পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন কহিনুর আকতার। তাহার স্বামীর নাম মো: ওসমানগনী তাদের সংসারে ১ ছেলে ১ মেয়ে মিলে পিতা/মাতাসহ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহাদের একমাত্র ছেলে তিনি ১ম শ্রেণীতে

ছবি সংগ্রহে: মো: শাহিনুর রহমান- ১২/০৪/২০২৩ ইং তারিখ

অধ্যয়নরত রয়েছেন। ছোট মেয়ে এখনো স্কুলে যাওয়ার সময় হয়নি। তাহাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস স্বামী ওসমানগনী। তিনি সাগরে মাছ মারা এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠে কাজ করে সংসারের যাবতীয় খরছ বহন করে। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। হঠাৎ একদিন আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য পরিদর্শীকা খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় কহিনুর আকতার অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে স্বামীর ঘরে ১সপ্তাহ যাবৎ। তাদের পরিবারের স্বামীর কাছ থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান, স্থানীয় দোকান থেকে প্যারাসিট্যমল ঔষুধ সেবনে করেন। কিন্তু কোন সুফল না পেয়ে আকবরবলী পাড়া এলাকায় আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার খানা পরির্দশনে গেলে কহিনুর আকতারের সাথে দেখা করে তার শারীরিক অসুস্থার খবর নেন। তাহার শারীরিক অসুস্ততার বিষয় জানতে চাইলে প্রায় ১সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ হয়ে পাতলা পায়খানা করছে এবং গায়ে জ্বর বলে জানান। তাহার স্বামী ওসমানগনী থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তিনি স্বামীকে দিয়ে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে পেঠের সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন কহিনুর আকতার ও তার পরিবার। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- জেসমনি আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী গত ১২ই এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখ নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ হোসাইন মোহাম্মদ জুনাইদ আনসারি তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৭/০৪/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ কহিনুর আকতারের অসুস্থতার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবন ও খাবার তালিকা পরির্বতন করে চালিয়ে গেলে সুস্থ হয়ে যায়। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক রাজিয়া জেসমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**